দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-১৬

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ষ) 'চিনির দানার চেয়েও বেশী ভালোবাসি'

[যে কোনো প্রাণীজগতে সময়ের পরিমিতির সংগে ঐ প্রাণীর আকারের একটি সম্পর্ক রয়েছে। এই সম্পর্কটি পুরোপুরিভাবে আপেক্ষিক। উদাহরণ হিসাবে দু'টো পিঁপড়ের কথোপকথন নীচে বর্ণিত হলো। 'পিনি' নামের একটি ছেলে-পিঁপড়ে এবং 'নিনি' নামের একটি মেয়ে-পিঁপড়ের মধ্যেকার এই আলাপনটি সম্পন্ন হতে সময় লেগেছিলো মাত্র পাঁচ মিলিসেকেন্ড, অর্থাৎ এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের পাঁচ ভাগ। অথচ ঐ এক-ই ধরণের আলাপ সারতে দু'জন মানুষের সময় লাগতো তিন মিনিট।]

পিনিঃ ওগো মেয়ে, তোমায় একটা কথা বলি, মন দিয়ে শোনো এখন।

নিনিঃ কি বলবে, বলো।

পিনিঃ দ্যাখো নিনি, আমি কিন্তু মানুষের মত অতো ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি না। তাই এইবেলা সরাসরিই কথাটা বলে ফেলি।

নিনিঃ তার আগে আমায় বলোঃ তুমি কিভাবে জানলে যে, মানুষেরা খুব ইনিয়ে-বিনিয়ে কথা বলে?

পিনিঃ কেন, আমাদের বৈজ্ঞানিকরাই তো বিষয়টা আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন।

নিনিঃ বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করি না। মানুষেরা আমাদের মত আদৌ কথা বলে কিনা, সেটাই তো আজ পর্যন্ত আমরা জানি না। আর সেখানে.....

পিনিঃ (নিনির মুখের কথা কেড়ে নিয়ে) তুমি আজকাল কোনো খবর-ই রাখো না নিনি। আজকের সর্বশেষ মস্তিষ্ক-সম্প্রচারের মাধ্যমেই তো আমি খবরটা জানতে পেরেছি।.....তুমি কি ইদানীং তোমার এ্যান্টেনা (শুঁড়) দু'টো সারাক্ষণ গুটিয়ে রাখো নাকি? এটা করলে তো নিয়মিত মস্তিষ্ক-সম্প্রচার থেকে তুমি বঞ্চিত হবেই।

নিনিঃ কই, আমি এ্যান্টেনা গুটিয়ে রাখি নাতো! (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) আমার মনে হয়, আমার এ্যান্টেনাতে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে!!

পিনিঃ (দুই শুঁড় দিয়ে হতাশার ভংগী ক'রে) সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে এই হলো ঝামেলা! কথায় কথায় শরীরের নানা অংগ-প্রত্যংগে গোলমাল দেখা দেয়।.... ইয়ে, তুমি এক কাজ করো নিনি। এখন-ই হানু কোবরেজের সাথে একবার দেখা করো।

নিনিঃ (তাচ্ছিল্যভরে) হানুটা আবার কোবরেজ হলো কবে থেকে? ও তো একটা আকাটমুর্খ!

পিনিঃ (বিরক্ত হোয়ে) নাহ্, তুমি দেখছি আজকাল গুহার অন্ধকারেই সময় কাটাও, দীন-দুনিয়ার কোনো খোঁজখবর-ই রাখো না! হানু কোবরেজ সম্প্রতি এক আশ্চর্য ধরণের গুড়ের মজাদার প্রলেপ আবিষ্কার করেছে। ওটা একটা যুগান্তকারী জিনিস! সর্বরোগের মহৌষধ! ওটা দিয়ে একবার আচ্ছামত মাঞ্জা

দিলে তোমার এ্যান্টেনা কমপক্ষে আধঘন্টার জন্য একেবারে ঠিক হোয়ে যাবে।

নিনিঃ বলো কি, আ-ধ-ঘ-ন্টা!!! এটা তো দীর্ঘ সময়!

পিনিঃ সেটাই তো তোমাকে এতক্ষণ ধরে বোঝাচ্ছি।

নিনিঃ আচ্ছা পিনি, আর কি কি অসুবিধা দূর করতে পারে হানু কোবরেজ বলোতো আমায়?

পিনিঃ (একটু ভেবে নিয়ে) এই ধরো, তোমার কোনো ঠ্যাং খসে গেলে নতুন ঠ্যাং গজিয়ে দেয়া, আমার কয়েক হাজার অণুচক্ষুর মধ্যে কিছু নষ্ট হোয়ে গেলে বাকীগুলোর কর্মক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে সার্বিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা, আমাদের ঠ্যাং সমূহের প্রতিটি ভাঁজের সঠিক পরিমাণ কোণের নিশ্চয়তা বিধান করা, ইত্যাদি। (একটু দম নিয়ে) শুধু তা-ই নয়। আমরা পিঁপড়েরা তো আমাদের দেহের ওজনের বিশগুণ ওজনসম্পন্ন মাল বহন করতে পারি, তাই না? *[নিনি তার শুঁড় হেলিয়ে পিনির কথাকে সমর্থন করলো।]* হানু কোবরেজের এক অণু তরল গুড় পান করলে আমরা সাড়ে তেত্রিশগুণ ওজনের মাল অনায়াসে বইতে পারবো।

নিনিঃ (দুই গুচ্ছ-আঁখি ছানাবড়া ক'রে) ই-মা-আ-আ-!!! সত্যি-ই-ই-ই?

পিনিঃ তবে আর বলছি কি?

নিনিঃ (সামান্য ভাবার পর লজ্জাজড়িত কণ্ঠে) এ্যায় পিনি, শোনো। হানু কোবরেজের কাছে এমন কোনো ওষুধ পাওয়া যায় না, যা ব্যবহার করলে দেখতে আরও সুন্দর হওয়া যায়?

পিনিঃ আমি ঠিক জানি না।

নিনিঃ (মন খারাপ ক'রে) তবে যে এতক্ষণ খুব ফুটানী করলে যে, তুমি স- -ব খবর রাখো?

পিনিঃ কিন্তু তোমার 'আরও সুন্দর' হওয়ার দরকারটা কি শুনি? তুমি তো এম্‌নিতেই সুন্দর!

নিনিঃ (লজ্জায় রাঙ্গা হোয়ে) যাঃ, আসলেই?.....আমার কি কি সুন্দর?

পিনিঃ তুমি আমাদের পাড়ার সবচেয়ে ভারী আর সবচেয়ে বড়ো আকারের মেয়ে। পরবর্তী 'রাণী নির্বাচনী প্রতিযোগিতায়' নিঃসন্দেহে তুমিই প্রথম হবে– এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি!

নিনিঃ (একটু অভিমানী স্বরে) আমি ভারী, শুধু এটুকুন-ই? আর কিছু না?

পিনিঃ দাঁড়াও না, বলছি।....তোমার গায়ের রোঁয়াগুলো মোটেও রংগীন নয়, কি সুন্দর ফ্যাকাশে! এ নিয়ে রীতিমত মহাকাব্য রচনা করা যেতে পারে! এছাড়া তোমার ঠোঁটটা এত মনোহরভাবে চতুষ্কোণ এবং ধারালো যে, এই ঠোঁটের একটি চুমুর বিনিময়ে আমি মানুষের পায়ের নীচে পেষা খেতেও রাজী আছি! আর আমি সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ হোয়ে যাই, যখন তুমি তোমার ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা ছয় ঠ্যাং-এর উপর ভর ক'রে অপূর্ব ভংগিমায় পিল্‌পিল্ হেঁটে চলো! দেখলে আমি যেন কবি হোয়ে যাই!!

[নিনির বিশাল (অন্যান্য পিঁপড়ের তুলনায়) থ্যাব্‌ড়া নাকটিতে গর্বের হাসি ফুটে উঠলো। সেই হাসির কারণে কিছুক্ষণ আগে খাওয়া একটি ঘাসের বীজ তার নাক দিয়ে বেরিয়ে এলো।]

নিনিঃ (উচ্ছ্বসিত স্বরে) এই কথাটিই কি তখন তুমি আমাকে বলতে চেয়েছিলে?

পিনিঃ (বিস্মিত কণ্ঠে) কখন?

নিনিঃ ঐ যে পৌণে পাঁচ মিলিসেকেন্ড আগে যখন এখানে আমাদের দেখা হলো?

পিনিঃ (ব্যস্তকন্ঠে) না-না, শেষ কথাটি এখনও তোমায় বলা হয়নি!
নিনিঃ কি সে কথা, পিনি?
পিনিঃ (গাঢ় রোমান্টিক স্বরে) নিনি, আমি তোমাকে ভালোবাসি!
নিনিঃ (উদ্বেলিত কন্ঠে) কতোটুকু ভালোবাসো?
পিনিঃ একটা চিনির দানার চে-য়ে-ও বেশী ভালোবাসি!!!

[পিনির কথা শুনে আহ্লাদে নিনির গুচ্ছ-আঁখি দু'টো বুঁজে আসতে চাইলো। কিন্তু পিঁপড়েদের কোনো চোখের পাতা না থাকায় তা আর সম্ভব হলো না।..... তারপর তারা দু'জন পরম সোহাগভরে শুঁড় ধরাধরি ক'রে হানু কোবরেজের ডেরার দিকে পা বাড়ালো।]

(কল্পিত রচনা)

(স) 'এটিই একমাত্র সমাধান'

[ওরা দু'জন ঠিক মানুষ, বানর কিংবা কুকুরের মত কোনো প্রাণী নয়। ওরা আসলে আমাদের কল্পনাতীত এক ধরণের বিশালাকৃতির মহাসত্তা। মহাকাশে তাদের অবস্থান, মহাকাশেই তাদের বিচরণ। পৃথিবীর কোনো অভিধানে ওদের কোনো নাম নেই। তবে ওরা দু'জন ওদের নিজেদের-ই দেওয়া দু'টো নাম ধরে পরস্পরকে ডাকতো। দুঃখের ব্যাপার হলোঃ ঐ নাম দু'টো এত বিদ্‌ঘুটে যে, পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে তা উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। তবে নাম দু'টো মানুষের সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন কর্ণকুহরে প্রবেশ করলে অনেকটা শোনাবে 'ভ্র্যাঁড়েচ্ঢু' ('ড়'-এর উচ্চারণ আসলে 'ড়' ও 'র'-এর মাঝামাঝি) ও 'ন্যিচ্ছূর্ন্দাৎর্স্' -এর মত।

আবার ওদেরকে ঠিক 'ওরা' না বলে 'ও' বলাই উচিত। কারণ ভ্র্যাঁড়েচ্ঢু ও ন্যিচ্ছূর্ন্দাৎর্স্ ছিলো অনেকটা এক-ই মানুষের যথাক্রমে ধড় ও মস্তিষ্কের মত। যদিও ন্যিচ্ছূর্ন্দাৎর্স্ ভীষণ অলস ও মনভোলা প্রকৃতির, কিন্তু সে ভ্র্যাঁড়েচ্ঢুর চাইতে অনেক বেশী জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান। তবে কর্মতৎপরতার দিক থেকে এগিয়ে ছিলো ভ্র্যাঁড়েচ্ঢু। অবশ্য প্রতিটি ব্যাপারেই সে ন্যিচ্ছূর্ন্দাৎর্স্-এর কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করতো। আসলে ওরা দু'জন এক-ই মহাসত্তার দু'টো অংশমাত্র।

ওদের কথোপকথনও পৃথিবীর কোনো ভাষাতে অনুবাদের উপযোগী নয়। এতদ্‌সত্তেও কিঞ্চিৎ চেষ্টা করা হলো। উল্লেখ্য, তাদের নিম্নোক্ত কথাবার্তা সম্পন্ন হতে সময় লেগেছিলো পৃথিবীর সময়ানুসারে বিরানব্বই বছর সাড়ে চারমাস সোয়া তিন ঘন্টা। এই আলাপনটি শুরু হোয়েছিলো ১৯১৪ সালে এবং শেষ হোয়েছিলো ২০০৬ সালে।]

ভ্র্যাঁড়েচ্ঢুঃ ন্যিচ্ছূর্ন্দাৎর্স্ , তোমার সাথে দু'টো কথা আছে।
ন্যিচ্ছূর্ন্দাৎর্স্ঃ কি কথা ভ্র্যাঁড়েচ্ঢু?
ভ্র্যাঁড়েচ্ঢুঃ কথা হলো, পৃথিবীতে গোলযোগ আর যুদ্ধবিগ্রহ তো লেগেই রয়েছে। কি করা যায় বলোতো?
ন্যিচ্ছূর্ন্দাৎর্স্ঃ পৃথিবী? মানে সেই ক্ষুদ্র গ্রহটির কথা বলছো তো? দূ-উ-উ-র, ওটিকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রে কোনো লাভ নেই ভ্র্যাঁড়েচ্ঢু। আরও অনেক বড়ো

বড়ো গ্রহ ও নীহারিকাপুঞ্জের অনেক বড়ো বড়ো সমস্যা রয়েছে। সেগুলোর দিকেই আপাততঃ মনোনিবেশ করো।

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ আমি তোমার এই পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে বাধ্য হচ্ছি ন্যিচ্ছূর্ন্দার্ৎস্। কারণ তুমি তো জানোই যে, আমি যতোই বিশালাকৃতির হই না কেন, আমার ভাবনাগত চৌম্বকক্ষেত্রে একটা বড়ো ত্রুটি রয়ে গেছে। আর সেটা হলোঃ অতি মাত্রার স্পর্শকাতরতা। তাই পৃথিবীতে বা মহাবিশ্বের অন্য যে-কোনো স্থানে উৎপন্ন হওয়া খুব সামান্য মাত্রার জৈবিক ও পরিবেশগত অসামঞ্জস্যও আমাকে বেশ নাড়া দেয়।

ন্যিচ্ছূর্ন্দার্ৎস্ঃ পৃথিবীর সমস্যার ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করবে কি?

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ তুমি তো জানো যে, পৃথিবীতে 'মানুষ' নামের এক বুদ্ধিমান দু'পেয়ে প্রজাতি রয়েছে। এদের কিছু অংশই এই উৎপাতের হোতা। মানুষ পৃথিবীতে আসার আগে তেমন কোনো ঝামেলা ছিলো না।

ন্যিচ্ছূর্ন্দার্ৎস্ঃ ঠিক কি ধরণের ঝামেলা?

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ কি মুস্কিল! তোমার তো আবার সবকিছু মনেও থাকে না। আগে একবার বলেছি, আবারও বলছি। মন দিয়ে শোনো। ব্যাপার হচ্ছে, এই গ্রহটির অন্যান্য প্রাণীরা তাদের নিজ নিজ সীমা লংঘন না করলেও এই দু'পেয়েদের মধ্যে অনেকেই তা করে। তারা অন্য প্রজাতির উপর তো বটেই, নিজ প্রজাতির সদস্যদের উপরও ব্যাখ্যাতীত ধরণের অন্যায়-অত্যাচার চালায়, অপরকে শোষণ ও নির্যাতন করে, নির্মমভাবে হত্যা করে। আর শিশুসহ অন্যান্য নিরীহ ও দূর্বল শ্রেণীর মানুষেরাই এই অন্যায়-অবিচারের সবচেয়ে বড়ো শিকার। তাছাড়া এই দু'পেয়েরা পরিবেশেরও বারোটা বাজাচ্ছে। মোট কথা, মানুষের হাতে পড়ে পৃথিবী এখন চরম হুম্‌কির সম্মুখীন।

ন্যিচ্ছূর্ন্দার্ৎস্ঃ ও হ্যাঁ, এইবার একটু একটু মনে পড়ছে। তো আমরা আর কি করতে পারি বলো? আমরা তো আর সৃষ্টিকর্তা নই, আর আমাদের ক্ষমতাও খুব-ই সীমাবদ্ধ!

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ তবু কিছু বুদ্ধি-পরামর্শ দাও।

ন্যিচ্ছূর্ন্দার্ৎস্ঃ হুঁ.... (ভাবতে ভাবতে) আচ্ছা, ওখানকার দু'পেয়েদের মধ্যে যারা ভালো, তারা কি করছে? তারা এই সমস্যার কোনো সমাধান বের করতে পারছে না?

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ ভালো দু'পেয়েরা একমত হতে পারছে না। তারা কেবল কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করছে।

ন্যিচ্ছূর্ন্দার্ৎস্ঃ তাহলে তো তাদেরকে ভালো বলা যায় না।

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ দ্যাখো ন্যিচ্ছূর্ন্দার্ৎস্ , মানুষের জগতে ভালোমন্দের সংজ্ঞা খুব-ই আপেক্ষিক। সে প্রসংগ থাক। আমার কাছে যে সব তথ্য ক্রমাগতভাবে আসছে, তার আলোকেই তোমাকে জানাচ্ছি যে, বেশ কিছুক্ষণ আগে 'সাম্যবাদী' পরিচয়ধারী কিছু দু'পেয়ে জোটবদ্ধ হোয়ে খুব জোরেশোরে একটা ভালো জিনিস শুরু করেছিলো,.... কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, সেটিও ভেস্তে যেতে বসেছে।

ন্যিচ্ছূর্ন্দার্ৎস্ঃ কি ভালো জিনিস শুরু করেছিলো, আর কেনই বা ভেস্তে যেতে বসেছে ভ্র্যাঁড়েচ্ছু?

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ ভালো জিনিসটি হলোঃ অর্থনৈতিক শোষণ ও শ্রেণীগত বিভেদের অবসানের মাধ্যমে মানবজাতিকে ক্রমান্বয়ে সাম্যবাদের দিকে এগিয়ে

নেয়া। আর ভেস্তে যাচ্ছে এই কারণেই যে, তাদের অনেকের মধ্যেও লোভ-লালসার জন্ম নিচ্ছে। সবকিছুই শ্লোগানসর্বস্ব হোয়ে পড়ছে।

[অসহিষ্ণুভাবে ভাবতে ভাবতে ভ্র্যাঁড়েচ্ছুর বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। কিন্তু ইতিমধ্যেই পৃথিবীতে অনেক বছর পার হোয়ে গেল। তারপর সে আবার কথা বলতে আরম্ভ করলো।]

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ নাহ্, এই লোভ-ই দু'পেয়েগুলোর সর্বনাশ করছে! সবকিছু পন্ড ক'রে দিচ্ছে!! আসলে রক্ষক সেজে ভক্ষক হওয়াটা বোধ হয় এই দু'পেয়েদের একটা মজ্জাগত বৈশিষ্ট্য! আর তা ছাড়া সাম্যবাদের ধরণটাই এ-রকম যে, ভিতরে বা বাইরে কোনো সক্রিয় শত্রু থাকা চলবে না। শত্রু থেকে গেলেই এটি বিনাশলাভ করতে পারে।

[হাল ছেড়ে দেওয়ার ভংগী করলো ভ্র্যাঁড়েচ্ছু।]

ন্যিচ্ছৃর্ন্দার্ৎস্ঃ তাহলে তো আমি বলবো যে, 'সাম্যবাদ' নামের ঐ তন্ত্রটির ভিতর বড়ো ধরণের কোনো গলদ রয়েছে।

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ হ্যাঁ, তা তুমি বলতেই পারো ন্যিচ্ছৃর্ন্দার্ৎস্। আসলে সাম্যবাদের মত ও-রকম একটা শ্রুতিমধুর তন্ত্র মানুষের মত কোনো প্রজাতির জন্য আদৌ উপযোগী কিনা, সে ব্যাপারে আমার ঘোরতর সন্দেহ রয়েছে! (বেশ কিছুক্ষণ পর) এইমাত্র আমার ভাবনাগত গ্রাহকযন্ত্র এই তথ্যপ্রাপ্ত হলো যে, পৃথিবীতে সাম্যবাদের পতন হোয়েছে। (একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলার মত শব্দ ক'রে) শুধু তা-ই নয়, অবিরতভাবে নতুন তথ্য এসেই যাচ্ছে, যা হলোঃ মানবজাতির সমস্যা নতুনপথে মোড় নিচ্ছে।

ন্যিচ্ছৃর্ন্দার্ৎস্ঃ কোনো শুভ সংবাদ?

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ না-না-না, সমস্যা আরও তীব্রতর হচ্ছে! আর সবচেয়ে খারাপ কথা হলোঃ সমস্যার ধরণ যা-ই হোক না কেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেই নিরপরাধ ও ছিন্নমূল মানুষেরাই সবচেয়ে বেশী যাতনাভোগ করছে।

ন্যিচ্ছৃর্ন্দার্ৎস্ঃ এর কারণও কি সেই....

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ (ন্যিচ্ছৃর্ন্দার্ৎস্-এর কথা শেষ হওয়ার আগেই) হ্যাঁ-হ্যাঁ, এর কারণও সেই লোভ।..... ইয়ে, কি করা যায়, বলোতো?

ন্যিচ্ছৃর্ন্দার্ৎস্ঃ (চিন্তিতভাবে) দেখি, কি করা যায়।

[ন্যিচ্ছৃর্ন্দার্ৎস্ অল্পক্ষণের জন্য ভাবতে বসলো। কিন্তু সেই ফাঁকেই পৃথিবীতে বিংশ শতাব্দীর অবসান ঘটলো। তারপর সে আবার কথা বলতে শুরু করলো।]

ন্যিচ্ছৃর্ন্দার্ৎস্ঃ আচ্ছা ভ্র্যাঁড়েচ্ছু, তোমার সেই 'মানবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া তত্ত্বের' খবর কি, বলোতো?

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ হ্যাঁ, ওটি এখনও মোটামুটিভাবে কাজ করছে। তবে সমস্যা হলোঃ প্রক্রিয়াটি খুব-ই শ্লথ বিধায় সেটির কার্যকারিতা বেশ হতাশাব্যঞ্জক। আবার কখনও কখনও ঠিকমত কাজও করে না।

ন্যিচ্ছৃর্ন্দার্ৎস্ঃ আমি দুঃখিত ভ্র্যাঁড়েচ্ছু, প্রক্রিয়াটি কি যেন? তুমি কি আবার একটু ব্যাখ্যা করবে? আমি ভুলেই গেছি।

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ (বিরক্তির সংগে) বিষয়টির গোড়ার কথা হলোঃ অনেক আগে পৃথিবীতে মানুষ নামের এই দু'পেয়েরা কোনো অন্যায়-অপরাধ করলে বা অপরকে আঘাত করলেও তাদের মধ্যে কোনো মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতো না। তুমি তো জানো যে, প্রতিটি মানুষের মস্তিষ্কেও আমার ভাবনাগত চৌম্বকক্ষেত্রের অনুরূপ একটি ক'রে ক্ষুদে

চৌম্বকক্ষেত্র রয়েছে। তাই পৃথিবীর সময়ানুসারে প্রায় তিন লক্ষ বছর আগে আমি তোমার ক'রে দেওয়া হিসেব-নিকেশ অনুযায়ী ঐ গ্রহটির অক্ষীয় চৌম্বকক্ষেত্রে সামান্য পরিবর্তন এনে দিতে সক্ষম হই। ফলে তখন থেকেই মানুষ কোনো অন্যায় করলে তার মধ্যে মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে, যার একটি ইতিবাচক দিক রয়েছে। ইতিবাচক দিকটি হলো....

ন্যিচ্ছ্নর্দার্ৎস্ঃ নিকুচি করি তোমার ''ইতিবাচক দিক''-এর! ওভাবে কোনো লাভ হবে না। (যেন আশার আলো দেখা যাচ্ছে— এ-রকম উদ্দীপ্ত কণ্ঠে) মন দিয়ে শোনো ভ্র্যাঁড়েচ্ছু। তুমি এক কাজ করো। এখনই তুমি তোমার সেই পুরাতন কাজটিই আবার নতুনভাবে শুরু করো। এবারেও তুমি কষ্ট ক'রে পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্রে আরেকটু পরিবর্তন আনো। কি পরিমাণ পরিবর্তন আনতে হবে, তা আবারও আমিই হিসেব-নিকেশ কষে বের ক'রে দিচ্ছি। আশা করি, এতেই কাজ হবে।

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ কী ভাবে?

[ন্যিচ্ছ্নর্দার্ৎস্ এবার তার চূড়ান্ত ও চরমতম পরিকল্পনার এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা প্রদান করতে শুরু করলো।]

ন্যিচ্ছ্নর্দার্ৎস্ঃ ভূ-অক্ষীয় চৌম্বকক্ষেত্রের এই পরিবর্তন দু'পেয়েদের মস্তিষ্কের উপর দারুণ প্রভাব ফেলবে। ফলে এর পর হতে তারা যে-কোনো মাত্রার অন্যায় বা অপরাধ করলে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের মস্তিষ্কের ভিতর কৃত অপরাধের সমান মাত্রার যন্ত্রণা উৎপন্ন হবে।..... (অনেকটা বিজয়ের হাসির মত শব্দ ক'রে) আমার কথা বুঝতেই পারছো! আশা করি, আপাততঃ এতেই পৃথিবীর দু'পেয়েদের সমস্যার সমাধান হবে। আর তুমিও হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে! এই নতুন ব্যবস্থায় একেবারে প্রথম পর্যায়ে কিছু সমস্যা দেখা দিলেও অচিরেই সুফল পাওয়া যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমার মতে, পৃথিবীর জন্য এখন এটিই একমাত্র সমাধান।

ভ্র্যাঁড়েচ্ছুঃ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ন্যিচ্ছ্নর্দার্ৎস্ !

[ন্যিচ্ছ্নর্দার্ৎস্ ও ভ্র্যাঁড়েচ্ছু দ্রুত তাদের কাজ শুরু করলো। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা অনুসারে ব্যবস্থা গৃহীত হতে হতে পৃথিবীতে আরও সোয়া তিনশত বছর কেটে গেল। ততোদিনে আরও অনেক নিরীহ মানুষ নির্যাতিত হলো। আরও অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের পবিত্র রক্তে ধরাপৃষ্ঠ রঞ্জিত হলো।]

(কল্পিত রচনা)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ২০/০৭/২০০৭

লেখকের পুর্বের লেখাগুলো পড়তে এই চৌহদ্দির ভেতরে টোকা মারুন